সংবাদ

30 MAY 2013

উলিপুরে গেন্দার আলগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ভুয়া শিক্ষার্থী দেখিয়ে উপবৃত্তির দেড় লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

প্রতিনিধি, উলিপুর (কুড়িগ্রাম)

উপজেলার গেন্দার আলগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ভুয়া শিক্ষার্থী দেখিয়ে উপবৃত্তির দেড় লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও অভিভাবকদের লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (বর্তমান বদলি হয়ে উপজেলার চুটারপাইকড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত) আমিনুর সিদ্দিকী অতিরিক্ত ভুয়া ১১৭ জন শিক্ষার্থী দেখিয়ে বিভিন্ন সময় ১ লাখ ২২ হাজার ৪০০ টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। ওই বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২২৫ জন ২০১১ সালের অক্টোবর মাস হতে ২০১৩ সালের ১২ এপ্রিল বদলি হওয়া পর্যন্ত ৪ কিস্তিতে অতিরিক্ত ১২৭ জন শিক্ষার্থীর নামে বরাদ্দকৃত অর্থ উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ব্যাংক কর্মকর্তার সম্মুখে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে টাকা বিতরণের নিয়ম থাকলেও প্রকৃত নম্বর বিহীন এই বিদ্যালয়টির উপবৃত্তির টাকা এখন শিক্ষকের হাতে থাকে। প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মাঝে অর্থ বিতরণ করলেও ভুয়া শিক্ষার্থীর বরাদ্দকৃত অর্থ নিয়মিতভাবে পকেটস্থ করে আসছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

১২৭ ভুয়া শিক্ষার্থী দেখিয়ে বিভিন্ন সময় ১,৫২,৪০০ টাকা উত্তোলন করেন

এ ছাড়া দুই বছর শিক্ষক বদলি হয়ে চুটারপাইকড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করার পরও তিনি কোন শিক্ষককে দায়িত্বভার না দিয়ে আজবধি আউট সোর্সিং নিয়োগ ফাইলে সহি স্বাক্ষর করে আসছেন বলে জানা গেছে। সেই সঙ্গে ২০১২ সালের অক্টোবর মাস হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত উপবৃত্তির ১ লাখ ৫২ হাজার টাকা উত্তোলন করে পকেটস্থ করেছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। এ আত্মসাতের বিষয় নিয়ে প্রধান শিক্ষক আমিনুর সিদ্দিকীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ভুয়া শিক্ষার্থী দেখিয়ে অর্থ আত্মসাতের কথা অস্বীকার করেন। অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে কথা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহীনুর আলম সংবাদকে জানান তদন্ত করে সত্য প্রমাণ পাওয়া গেলে ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইন গত ব্যবস্থা নেয়া হবে।